# স্বনির্বাচিত কবিতা

## অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

### বর্শাকাল

স্বীকারোক্তির ভিতর যতবার নামিয়ে দিচ্ছি মই,  অতল খাদের নীচ থেকে প্রতিবার উঠে আসছে  কাঁটাঝোপ।
রক্তাক্ত পায়ের ছাপ মুছে নিতে কোল পেতে বসে আছি আগামী জন্ম পর্যন্ত গড়িয়ে যাওয়া রাস্তার পাশে। সে
এক চিরবর্ষার পুঞ্জীভুত দেশ। বৃষ্টির মুখাবরণে গোপনীয়তা নেই, আছে অশ্রুপতনের অবারিত স্বেচ্ছামেঘ।
মাটি থেকে ভেজা ভেজা বকুলের ভাপ ওঠে
পুরনো স্মৃতির।
দালান উঠোন ছাদ যেন গলে গলে পড়ে যায়।
আকাশ অথবা মাঠ কে যে কার সমর্পণে অবগাহন করতে চেয়েছিল
আর প্রকৃতি পর্যায়ের ভিতর মিশে গেছিল সম্পূর্ণ গীতবিতান আমি খুঁজিনি কখনো।
অথচ গান গাইতে ভুলে যাচ্ছিলাম
স্বর হারিয়ে চেপে ধরছিলাম নিজের কন্ঠনালি।
ঘুমের ভিতর বাজ পড়ার শব্দে চমকে উঠে দেখি হা হা একটা মাঠ,  কাঙালের মত হাত পেতে।
উঁচু প্রাচীর ঘেরা মস্ত সাদা বাড়িটার গায়ে লেখা "সেফহোম"
আকাশ থেকে উল্লম্বভাবে নেমে আসছিল একটানা কান্নাজল যাকে লক্ষ্য করে- - -
কী আশ্চর্য,  সেই বাড়িটায়
আসলে কোন ছাদ নেই মেঘ নেই ছায়া নেই এমনকি বৃষ্টিও নেই!

### ফুল্লকুসুমিত কথাগুলো

কাঁটা ও পাপড়ি ইচ্ছেমত পাশাপাশি রাখো
ফলত চোখ এড়িয়ে যায় পাতার আড়ালে জমা জল
স্পর্শ- উন্মুখ উপচার সাজিয়ে যে নৈবেদ্য
তার অগোচরে কোনও বিগ্রহ নেই,
কেবল হাওয়া,  অর্থহীন  -
বোঝনি নিবেদন শব্দের পাশাপাশি অপমান থাকেনা কখনো।
বৃন্তের কৌণিকে একটা জীবন নিজেকে দানপত্রে লিখে দিয়েছিল।
সামান্য প্রশ্রয়ে বিস্তারিত রঙ আর ঘ্রাণ খুঁজে নিলে
হয়ত তুমিও এ সত্য জেনে যেতে কোনদিন!

## সরলরেখা ও বৃত্ত বিষয়ক

এক

সমস্ত কিছুকেই শূন্য দিয়ে গুন করলে তার মান আসলে শূন্য। এভাবেই ভুল সংখ্যার ফাঁদে সকাল বিস্বাদ হয়ে যায়। পরমায়ু থেকে দু একটা পাতা বাদামী। ধারাবাহিক বিস্ফোরণে আলগা হয়ে আসছে পাহাড়তলির মাটি। ধসপ্রবণ এলাকা থেকে উঠে আসা সংকেত অগ্রাহ্য করছি। মেঘের রঙবদলে অন্য ঋতুগান।  মেলে রাখা হাতের ওপর শুধু ছাই জমে যাচ্ছে। পুরনো বাসনপত্র  ঘষেমেজে ফেলা ছাড়া আপাতত করণীয় নেই। তারপর ঢিমে আঁচে বন্ধ হাঁড়িতে দমপাক। দুষ্প্রাপ্য মশলা খুঁজে অভিযাত্রার কথাই শুধু পাঠ্যবই  বলেছে, রন্ধনপ্রণালীর ইতিহাস নয়। তাই সঙ্গী হতে চাওয়া লতাগুল্ম  জড়িয়ে থাকায় শিকলের ঝনঝন শোনে সভ্যতা। উপশমের আদর পায়ে মাড়িয়ে ঘোড়া ছোটে,  টগবগ টগবগ…

দুই

চর্যাগীতি লিখতে লিখতে অনাবশ্যক কতকিছু ঢুকে পড়ে। সামান্য ইঁট সাজিয়ে শিশুটি পাহাড় গড়ে তোলে যেমন অনায়াস। রোদ বাড়তে বাড়তে কুয়াশা অলীক। নিজেকে অনাকাঙ্ক্ষিত জেনে নদীমুখ অন্যপথে। দুরারোগ্য স্বপ্নের ভিতর ডুবে রোজ শ্মশানের ছাই চোখে ঢুকে আসে। অন্ধতা সম্বল করে বাড়ানো হাত স্পর্শে আগুন পেয়ে কুঁকড়ে অসাড়। তিতিবিরক্ত বাতাস চলে যায় উপত্যকা পেরিয়ে। ঝিঁঝিগান ও জোনাকিবিলাস থেকে এইবার মুছে ফেলা যায় সব বাতিল গল্পগাছা,  স্মৃতির দালান। অনেক ওপর থেকে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটাটুকু নজরে আসে না। আমরা তো জানি  -
প্রতিটি স্বাধীনতাদিবসের গায়েই  কিছু মৃত্যুর চিহ্ন লেগে থাকে নিয়মমাফিক!

## শূন্যতা বিষয়ক

এক

শূন্য আঁকছি মানে সংখ্যা বা রেখামাত্র নয়। ফাঁকা পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে থাকায় একটা সাদা নিজের ভিতরে মিশে যাচ্ছে টের পাওয়া। ধূ ধূ পুড়ে যাওয়ার পর শুকনো জঙ্গলে উড়ে বেড়ানো ছাই কিরকম পোকাদের সংসার উড়িয়ে দিয়েছে অগোচরে। তুমি জল আনতে সেই পাহাড় অবধি গিয়েছিলে,  ফিরে আসার কথা ভুলে সেখানেই থেকে গেছ বহুদিন।  কলসীর ভিতর যে  পোড়া হাওয়া,  তাকে জিজ্ঞেস করো শূন্য মানে আসলে কতটা ফাঁকা হয়ে থাকা!

দুই

আমি থেকে যাই,  চলে যাওয়া দেখতে দেখতে। অনুপস্থিতি আঁকব বলে বাতাসে আঙুল দিয়ে শূন্য বানাই। তাতে কিছু বিন্দু। চোখনাকমুখকান সমস্তই ভেবে নেওয়া যায়। রেলস্টেশনএ পরিত্যক্ত লাগেজের মত ভবিতব্যহীন,  বসে থাকি। চলে যাওয়া ট্রেন আর থেকে যাওয়া প্ল্যাটফর্মের যোগবিয়োগ টুকে রাখে ধোঁয়া। থাকা আর না- থাকার পেন্ডুলামে দুলতে থাকে অপেক্ষমান খিদে। প্রসারিত হাত এর মত রাস্তা সামনে পড়ে। থেকে যাওয়াটাই অনিশ্চিত,  না- থাকা ব্যাপ্ত। ভুলে থাকা কিভাবে যেন ভুলে যাওয়া নামে রটে যায়।